সংবাদ

20 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা কাল শুরু

অংশ নিচ্ছে রেকর্ড সংখ্যক শিক্ষার্থী

- ২৯ লাখ ৬৯ হাজার ৩৯৩ পরীক্ষার্থী
- বৃদ্ধি পেয়েছে ৬ লাখ ৫২ হাজার ৮৭২

রাকিব উদ্দিন

পঞ্চম শ্রেণীর 'প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা-২০১২' ও সমমানের মাদ্রাসা স্তরের 'ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় এবার পরীক্ষার্থী বৃদ্ধি পেয়েছে ৬ লাখ ৫২ হাজার ৮৭২ জন। আগামীকাল বুধবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে দেশব্যাপী শুরু হচ্ছে দেশের সবচেয়ে বৃহৎ এই পাবলিক পরীক্ষা। এবার এই পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে রেকর্ডসংখ্যক ২৯ লাখ ৬৯ হাজার ৩৯৩ জন বৃদে শিক্ষার্থী। এরমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থী ২৬ লাখ ৪১ হাজার ৬৭ জন এবং ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থী ৩ লাখ ২৮ হাজার ৩২৬ জন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ইংরেজি ভার্সনের ৩ হাজার ৮২৬ জন।

প্রসঙ্গত, গত বছর এ পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল মোট ২৩ লাখ ১৬ হাজার ৫২১ জন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সারাদেশের মোট ৬ হাজার ৩৭২টি কেন্দ্রে এই সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এরমধ্যে বিদেশের ৬টি কেন্দ্রেও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা গতকাল 'সংবাদ'কে এ তথ্য জানান। সমাপনী পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপনের জন্য আজ দুপুর দেড়টায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এতে বক্তব্য রাখবেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ডা. আফছারুল আমীন, প্রতিমন্ত্রী রেকর্ড : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

রেকর্ড : শিক্ষার্থী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মোতাহার হোসেন এবং সচিব এমএম নিয়াজউদ্দিন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের তথ্যানুযায়ী, এবার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ১২ লাখ ৭ হাজার ৪৫২ জন ছাত্র এবং ১৪ লাখ ৩৩ হাজার ৬১৫ জন ছাত্রী। ইংরেজি ভার্সনের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ২ হাজার ২৭৪ জন ছাত্র এবং ১ হাজার ৫৫২ জন ছাত্রী রয়েছে। আর ইবতেদায়ি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ১ লাখ ৫৬ হাজার ৫২৭ ছাত্র এবং ১ লাখ ৭১ হাজার ৭৯৯ জন ছাত্রী।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন পরীক্ষার্থী

এবার বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) পরীক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত ২০ মিনিট সময় বেশি বরাদ্দ থাকবে। এবার মোট ৫ হাজার ১৭৯ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। এরমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ৪ হাজার ৩৬৮ জন এবং ইবতেদায়ির পরীক্ষা ৮১১ জন।

পরীক্ষার সময়সূচি

প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত দুই ঘণ্টাব্যাপী একটি করে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ২১ নভেম্বর প্রাথমিক ও ইবতেদায়ির গণিত পরীক্ষা, ২২ নভেম্বর উচ্চ স্তরের বাংলা, ২৬ নভেম্বর উচ্চ স্তরের ইংরেজি, ২৭ নভেম্বর প্রাথমিকের পরিবেশ পরিচিতি সমাজ এবং ইবতেদায়ির পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান, ২৮ নভেম্বর প্রাথমিকের পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান এবং ইবতেদায়ির আরবি, ২৯ নভেম্বর প্রাথমিকের ধর্ম এবং ইবতেদায়ির কুরআন ও তাজবীদ এবং আকাইদ ও ফিকহ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

বিদেশের কেন্দ্র

বিদেশের মোট ৬টি কেন্দ্র থেকে সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ৭১৮ জন শিক্ষার্থী। এরমধ্যে ৩৪৩ জন ছাত্র এবং ৩৭৫ জন ছাত্রী। বিদেশের কেন্দ্রের মধ্যে রিয়াদ, জেদ্দা, আবুধাবি, কাতার, ত্রিপলী এবং ওমান।

উত্তরপত্র মূল্যায়নের ধরন

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের এক শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা গতকাল 'সংবাদ'কে বলেছেন, এবারের প্রশ্নে ১০ ভাগ যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন থাকবে। এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর থেকে দেশের সব উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং তারা তাদের ক্লাস্টারভুক্ত সব শিক্ষককে পরীক্ষা শুরুর আগে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করবে। এছাড়া পরীক্ষা প্রস্তুতির বিষয়ে ইতোমধ্যে পরীক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, জেলা ও উপজেলা বা থানা কমিটির সভা করা হয়েছে এবং উপজেলা বা থানা পর্যায়ের সংশ্লিষ্টদের অবহিতকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

আগের পরীক্ষার তথ্য

২০০৯ সালে প্রথম পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা শুরু হয়। ওই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ১৯ লাখ ৭৯ হাজার ৮৯৫ জন। ওই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল ৮৮ দশমিক ৮৪ শতাংশ ছাত্রছাত্রী। ২০১০ সালে সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ২১ লাখ ৫৬ হাজার ৭২১ জন পরীক্ষার্থী। ওই বছর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল ৯২ দশমিক ৩৪ শতাংশ শিক্ষার্থী। আর ২০১১ সালে সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ২৩ লাখ ১৬ হাজার ৫২১ জন। গত বছর এ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছিল ৯৭ দশমিক ২৬ শতাংশ শিক্ষার্থী।